দৈনিক
আজাদী

১লা পৌষ শুক্রবার ১৩৭৮ সাল : : ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ ইং : : মূল্য ১৫ পয়সা

জয় বাংলা, বাংলার জয়

(বার্তা পরিবেশক)

জয় বাঙলা, বাঙলার জয়। বাঙলার জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আজে সাত কোটি মানুষের প্রাণের সকল আশা-আকাঙ্খার এই একটি মাত্র জয়ধ্বনিতে ভাষা পাইয়াছে।

দীর্ঘ ২৪ বৎসর পাকিস্তানবাদী জল্লাদ গোষ্ঠির খঞ্জর বাঙালীর বুকে হানা হইয়াছে। বার বার হতভাগা বাঙলার বীর জনতার বুকের রক্তে লাল হইয়াছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার জল, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গার জল। জল্লাদেরা ইসলামের ভাওতা দিয়া, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির দোহাই দিয়া আকণ্ঠ পান করিয়াছে বাঙালীর বুকের রক্ত।

বাঙলা দেশের জনগণ মায়ের ভাষার কথা বলিতে চাহিয়াছে। জল্লাদের দল খঞ্জর হাতে ছুটিয়া আসিয়াছে। ছাত্র জনতার বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে রমনার মাঠ। রাজ রাজপথ, জনপথ।

মুক্তিকামী জনতার কাফেলা থামে নাই থামিয়াছে দোর্দন্ড প্রতাপশালী আততায়ী। বাঙালীদের আপন মাতৃভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে কীতদাসে। অধিকার বঞ্চিত মানুষের ক্রোধানলে শেষ পর্যন্ত ভস্মীভূত হইয়াছে আততায়ের মসনদ।

গণতন্ত্রের আলখেল্লা পরিয়া আসিয়াছে ইয়াহিয়া। জল্লাদ ইয়াহিয়া। গণতন্ত্রে জনগণের রায় শেষ কথা। সাতই ডিসেম্বর বাঙলার জনগণ ঘোষণা করিলেন এক ঐতিহাসিক রায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগকে পাঠাইয়া দিলেন বিজয় তিলক। জল্লাদ ইয়াহিয়ার ভাবে-দার ইসলামের ভাওতাবাজ, বিভক্ত সাম্প্রদায়িকতার বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে নির্বাসিত হইল।

অঙ্গীকারী পরাজয় মানিয়া লইতে পারিলনা। ইয়াহিয়ার নেপথ্য চক্রান্ত শুরু হইল। আকস্মিক ভাবে আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হইয়া গেল। ক্রুদ্ধ জনতা দারুন রোষে ফাটিয়া পড়িল। পাকিস্তানে মোহ বাঙালীর মন হইতে মুছিয়া গেল। বীর জনতা আবার রাজপথে নামিয়া পড়িল। জয় বাঙলা। বাঙলার জয়। ধ্বনিতে মুখরিত হইল বাঙলার আকাশ-বাতাস।

বায়ান্ন, বাষট্টি, উনসত্তুরের গণঅভ্যুত্থানের চেয়েও প্রচন্ড বিস্ফোরণ প্রকম্পিত হইল বাঙলা দেশ। কিন্তু খলীফাজীর চৈতন্য হইল না।

লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী জনতার আকাঙ্খা সুর, পাইল বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্ঠে। তিনি ঘোষণা করিলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" নগরে প্রান্তরে, কলে কারখানায়, ক্ষেতে খামারে, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামের আগুন ছড়াইয়া পড়িল।

জল্লাদ ইয়াহিয়া স্বাধীনতাকামী বাঙলা দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। নির্বিচার গণহত্যা, গণনির্যাতন, লুঠতরাজ, নারী ধর্ষণের এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হইল। কারারুদ্ধ হইলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

সশস্ত্র আক্রমণে এক কোটি বাঙালী দেশ ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

বাঙলার লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান বন্দুকধারী শত্রুর বিরুদ্ধে বন্দুক ধারণের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ইয়াহিয়ার পশুবাহিনী, জামাত-মুসলিম লীগ-নেজামে ইসলামের রাজাকর, বদর, মোজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হইল স্বাধীনতার যুদ্ধ।

লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্ত বৃথা যায় নাই। ইয়াহিয়ার পশুবাহিনী শেষ পর্যন্ত অপমানজনক পরাজয় বরণ করিয়াছে।

বাঙলা দেশের বীর জনতা সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে স্বাধীনতার লাল সূর্যের আলো বাঙলাদেশ ছড়াইয়া দিয়াছে। নূতন সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল আজ নূতন বাঙলা। সোনার বাঙলা। দিকে দিকে আজ প্রাণ মাতানো আওয়াজ-জয় বাঙলা। বাঙলার জয়।

মুক্তি ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিকট
বাংলা দেশ দখলদার পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাকিস্তানের স্বঘোষিত সৈনিক প্রেসিডেন্ট নর-পশু জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ সেনাবাহিনী লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙ্গালীকে হত্যা করার পর বীর বাঙ্গালী নওজোয়ান ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর তীব্র প্রতি আক্রমণের মুখে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আত্ম-সমর্পন করিলে বাংলা দেশে ১৫ দিন স্থায়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে।

গত বৃহস্পতিবার ৫-১ মিনিটে ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্সের ময়দানে নরহন্তা ইয়াহিয়া খানের পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর কমান্ডার লেঃ জেনারেল নিয়াজী একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন। ভারতীয় মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লেঃ জেনারেল শ্রীজগজিৎ সিংআরোরা চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের পর লেঃ জেনারেল নিয়াজীর নেতৃত্বে পাক দখলদার বাহিনী আত্ম-সমর্পন করে। ফলে রক্ত-ক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটে এবং বিশ্বের মানচিত্রে বাংলা দেশ স্বাধী আসন লাভ করে।

বাংলার নয়নমণি গণপ্রজাতন্ত্র বাংলা দেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এই রেসকোর্স ময়দানেই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক পাকিস্তান সীমান্তেও যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব

নিউইয়র্ক ৭ই ডিসেম্বর।—গতরাত্রে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন শুরু হইলে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ স্বরণ সিংহ পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি বাণী পাঠ করেন। একটি বাণীতে বাংলা দেশে পাক দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং অপর বাণীতে পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতের এক তরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করা হয়।

পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জেকভ মালিক পাকিস্তান সরকারের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আহ্বান জানান।

পরবর্তী খবরে প্রকাশ, রাওয়ালপিন্ডিস্থ পাকিস্তান সরকার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছে।

বিশ্ব প্রতিক্রিয়া

যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন, ১৭ই ডিসেম্বর।—মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলা দেশকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দান করিবে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, মার্কিন সরকার ইতিমধ্যে বাংলা দেশের ত্রান-কাজের জন্য ২৫ কোটি ডলার সাহায্য অনুমোদনের অনুরোধ জানাইয়াছে।

বৃটেন

বৃটিশ কমন্স সভায় গতকাল বাংলা দেশ সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য বৃটিশ সরকারের প্রতি চাপ দেওয়া হয়।

ফ্রান্স

ফরাসী পররাষ্ট্র সচীব মিঃ সুমেন বলিয়াছেন যে, ফরাসী সরকার এখন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দান করিবে না, তবে ঘটনা প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করিবে।

শেষ সংবাদ

মুজিব বাহিনী ও মিত্র বাহিনী হানাদার উপনিবেশবাদী পাক বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া আজ পূর্বাহ্নে চট্টগ্রাম বেতারসহ সমগ্র শহর ও বন্দরের নিয়ন্ত্রনভার গ্রহণ এবং সকল এলাকায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করিয়াছেন।

বঙ্গবন্ধু জল্লাদের কারাগারে

মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ জয়যুক্ত। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান আজও জল্লাদ ইয়াহিয়ার কোন এক কারাগারে, বন্দী। মুক্ত স্বাধীন বাঙালী জাতির অগ্রিশপথ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে আমরা মুক্ত করিয়া আনিবই।

জনাব খালেদের ঢাকা উপস্থিতি

ঢাকা, ১৭ই ডিসেম্বর- গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী জনাব মোশাররফ খালেদ আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতের এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা

নয়াদিল্লী, ১৭ই ডিসেম্বর।—ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী গতকাল ভারতীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, বাংলা দেশে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করায় প্রেক্ষিতে ভারত সরকার এক তরফাভাবে পাকিস্তানে (পশ্চিম পাকিস্তানে) যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই যুদ্ধবিরতি ১৭ই ডিসেম্বর রাত ৮টা হইতে কার্যকরী হইবে।

সম্পাদক—এম, এ, মালেক এম, এ, মালেক কর্তৃক কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

This is replica of the first Newspaper of Independent BANGLADESH
Published early in the morning of **17th December 1971**

Printed one page in Red color, size: 10.5"x16.5"
Paper used - Khulna Newsprint Mills | Machine used - Heidelberg Demy Letterpress.
Edited by **M. A. Malek** and published from **Kohinoor Electric Press**, Anderkilla, Chittagong.

For information: Email: **azadi@dainikaadi.net** | Website: **www.edainikazadi.net**